Q:— ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র: (Utopian Socialism)

Ans: → 'ইউটোপিয়া' বলতে বোঝায় — বাস্তব অথবা কাল্পনিক সর্বদোষমুক্ত কোন সমাজ বা রাষ্ট্র বা দেশ বা অঞ্চল। ১৫১৬ খ্রী: টমাস মোর এমন এক দ্বীপের কল্পকাহিনী উল্লেখ করে তার গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'ইউটোপিয়া'। পরবর্তী কালে বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে কয়েকজন দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক মোরের ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করেন যেখানে বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যে, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই, যেখানে প্রত্যেকেই সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং জীবনধারণের উপযোগী সকল কিছু লাভ করে সুখে ও শান্তিতে জীবন নির্বাহ করে। সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কে এসব দার্শনিক ও সমাজসংস্কারকদের অভিমতকেই বলা হয় 'ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ'।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে যে সব মহান নেতা ফরাসী বিপ্লবের অনুকূলে মানুষের মনকে যেমন ব্যক্ত করেন তাঁরা বিপ্লবের সর্বজনীন অর্থ স্পষ্ট করে সমাজের প্রচলিত সকল কিছুকে বিচার বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করেন। তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাকে, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি সকল কিছুকে বিচার বুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা করে তাদের অন্ধসংস্কারপ্রসূত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, উৎপীড়নমূলক ইত্যাদিরূপে চিহ্নিত করেন এবং মানুষ ([illegible]) অধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করেন। কিন্তু এইসব মহান নেতারা যে স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকারের কথা বলেন তা কেবল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়, সমাজের সব মানুষের স্বার্থরক্ষা হয় না। এজন্য, ফরাসী বিপ্লবে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াদের কাছে পরাজিত হলেও সমাজের [illegible] ব্যবস্থার বা

জীবন পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন হয় না — সংকীর্ণ পুঁজিপতিরাই ক্রমশ তাদের সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়ে, পুষ্ট হয়ে আরও সহজে নিঃস্ব জনগণের উপর শোষণ চালিয়ে দিল। মধ্যবর্তী সংখ্যক লোকেদের বিত্ত-বুদ্ধি-বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সমাজের প্রতিষ্ঠা অর্জন সম্ভব হয় না এবং মধ্যবিত্ত বিপ্লব এর ফলে তাদের ইতিহাস পরিণত হয়।

বিপ্লবোত্তর কালের সাম্যের অবস্থায় সমাজ ব্যবস্থার মার্কস এঙ্গেলস এভাবে বলেছেন: বুদ্ধি বিত্তর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হয়। ঐ সময় সামাজিক-মুক্তি মতবাদ সাম্যবাদে পরিণত হয়। স্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অবসানে পরিণত হয়। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রায় সবার পরিবর্তে ক্রমশই তীব্র হতে থাকে। পুঁজিপতি-নির্ভর শ্রম-উৎপাদনের শোষণ শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশাকে স্বাভাবিক সামাজিক ঘটনা-রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন বিনিময়ের সম্পর্কে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুনাফা-অর্জনের প্রবণতা প্রাধান্য পায়। শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবীদের প্রতিরোধের আশায় শুধু সুযোগ ও স্বাধীনতা অর্জন করে। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে। বৈজ্ঞানিক সমাজের আদর্শে নারীদের অধিকারের মর্যাদা। সহজ কথায়, সামাজিক-মূল্যবান সামগ্রীরূপে গণ্য করা হয়। সহজ কথায়, বিত্ত-বুদ্ধি নির্ভর সমাজ এর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত বিত্ত-বুদ্ধি নির্ভর সমাজ এর নিয়ন্ত্রণ পরিহাস পরিণত হয়।

সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের এমন অবস্থার অবস্থায় শ্রেণীর যে যেমন ভাবে বিশেষভাবে রাশিয়া ও চীনের শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং উৎপাদনের উপায় ও যেন এক শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করেন, যেখানে সমাজ শ্রেণীহীন হবে অর্থাৎ যেখানে অর্থ-সামাজিক বৈষম্য-জনিত দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না — শোষণ, অত্যাচার অবশ্যই থাকবে না; নারী-নির্যাতন থাকবে না অর্থনৈতিক নির্ভর হবে। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের সর্বস্তরে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করবে। তবে এই সময়ে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রে বিরাজমান দুটি গোষ্ঠী — মালিক ও শ্রমিক গোষ্ঠীর — মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না